যুগান্তর

তারিখ 0 4 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

আজকের পরীক্ষা শনিবার

টানা তিন দিন এসএসসি পরীক্ষা : উদ্বিগ্ন সবাই

যুগান্তর রিপোর্ট

ফের ধাক্কা খেল এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সময়সূচি। ২০ দলীয় জোট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতালের সময় বাড়ানোয় আজ বুধবারের নির্ধারিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। এদিনের পরীক্ষা শনিবার সকাল ১০টায় শুরু হবে। এর আগে এসএসসি ও সমমানের প্রথমদিনের পরীক্ষা সোমবার থেকে পিছিয়ে আগামী শুক্রবার নেয়া হয়। এছাড়া প্রকাশিত রুটিন অনুযায়ী তৃতীয় পরীক্ষাটি রোববার নেয়া হবে। মঙ্গলবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পরীক্ষার বিষয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

এদিকে জেলা ও মহানগর বিএনপি এবং ছাত্রদল বুধবার সকাল ৬টা থেকে শনিবার ভোর ৬টা পর্যন্ত খুলনা বিভাগের নয় জেলায় হরতাল ডেকেছে। এতে যশোর বোর্ডের অধীনে শুক্রবার অনুষ্ঠেয় এসএসসি এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের দাখিল, এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। এদিনের পরীক্ষা হবে কিনা সে বিষয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখনও সিদ্ধান্ত নেননি।

এ ব্যাপারে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও এভাবে হরতাল ডাকা মানে হচ্ছে সরকারি কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টির মানসিকতা। ছাত্রদল হয়েও তারা ছাত্রদের পরীক্ষার সময়ে হরতাল ডেকেছে। আর বিএনপি হরতাল ডেকেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমার ধারণা তারা বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। বিএনপির এ উপলব্ধি ছাত্রদলও বুঝবে বলে আমি আশা করছি।' তিনি বলেন, 'এরপরও হরতাল থাকলে আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাসময়ে সিদ্ধান্ত জানাব।'

হরতালের কারণে পূর্বনির্ধারিত রুটিন তছনছ হওয়ায় শিক্ষার্থীদের টানা পরীক্ষা দিতে হবে। প্রথম রুটিনে প্রায় প্রতি বিষয়ের আগে এক বা দু'দিন করে বিরতি ছিল। কিন্তু এখন শুক্র ও শনিবার এসএসসিতে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং রোববার ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা দিতে হবে। এভাবে পরপর তিন দিন পরীক্ষা দিলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা খারাপ হওয়ার আশংকা আছে বলে মনে করেন অভিভাবকরা। ঢাকার মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের বাবা নাম প্রকাশ না করে মঙ্গলবার রাতে যুগান্তরে টেলিফোনে নিজের উদ্বেগের কথা জানান। তিনি বলেন, 'এসএসসি পরীক্ষার সঙ্গে একজন ছাত্রের কেবল ভবিষ্যৎ জীবনই জড়িত নয়, এইচএসসিতে ভর্তিও জড়িত। কাজেই এ পরীক্ষা খারাপ হলে তার গোটা জীবনই বিপন্ন হবে। আমরা শনিবার : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

শনিবার : পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চাই এভাবে ছুটির দিনে পরীক্ষা না নিয়ে যে পরীক্ষা স্থগিত হবে সেটা ঘোষিত রুটিনের পরে নতুন রুটিনে নেয়া হোক। বাকি সিডিউল অক্ষুণ্ন রাখা হলে ছাত্রদের আর ক্ষতি হবে না।'

শিক্ষামন্ত্রী এর আগে বলেছেন, হরতালে পরীক্ষা হবে না, তবে অবরোধে চলবে। কিন্তু অবরোধে পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্তান পাঠানো নিয়ে অনেক অভিভাবকই দ্বন্দ্বে আছেন। তারা মনে করেন, অবরোধের মধ্যেও কেন্দ্রে পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এ কর্মসূচিতেও আহত বা প্রাণনাশের আশংকা আছে। এ কারণে তারা অনতিবিলম্বে পরিস্থিতি উত্তরণে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ বা অবরোধে পরীক্ষা না নেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বলছেন, অবরোধে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের সময় পথে কোনো দুর্ঘটনা যে ঘটবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে?

সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মা অঞ্জলি বলেন, 'পরীক্ষার চেয়ে আমার সন্তানের জীবন বড়। রাস্তাঘাটে যা ঘটতে দেখছি তাতে কীভাবে আমার সন্তানকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাব— এ নিয়ে বড় টেনশনে আছি।' কানাইঘাটের দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ইমরান বলেন, 'হরতাল-অবরোধ থাকলে আমরা পরীক্ষায় যাব কিভাবে? আবার পরীক্ষার রুটিন হযবরল হয়ে গেলে পরীক্ষাই দারুণভাবে খারাপ হবে।'

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের পরীক্ষার্থী রাইসা তাবাসসুম যুগান্তরে পাঠানো 'এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর কথা' শীর্ষক দু'পৃষ্ঠার লেখায় দেশের চলমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষা দেয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার মতো ১৫ লাখ শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করতে পারছে না। তারা পড়াশুনার পরিবর্তে নেতিবাচক সংবাদগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। আমার মন আশংকাযুক্ত হয়ে পড়েছে। সত্যি আমাদের পরীক্ষা হবে কি? আমরা কি পারব সামনের দিনগুলোতে নিশ্চয়তার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে?'

এবার সারা দেশে সর্বমোট ৩ হাজার ১১৬টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা নেয়া হবে। সারা দেশে ৫ শতাধিক থানা রয়েছে। সেই হিসাবে প্রতি থানায় ৬টির বেশি পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যাবে ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৬৬ জন ছাত্রছাত্রী। সেই হিসেবে অবরোধে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির কর্মসূচি মোকাবেলার পর এই বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা বিধান সংশ্লিষ্ট থানার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে বলেন, 'বাস্তবতা বিবেচনায় নিলে আসলে আমরা উভয় সংকটে পড়েছি। কেননা, সময়মতো এসএসসি পরীক্ষা নিতে না পারলে শিক্ষা বার্ষিক পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এসএসসিতে যত বিলম্ব হবে, এইচএসসি পরীক্ষা নেয়ার সম্ভাবনা তত ক্ষীণ হবে।'

এদিকে মঙ্গলবার সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে খুলনায় 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধে' এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেএমপি কমিশনার বলেন, পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্র ও আশপাশ এলাকায় সকাল ৮টা থেকে ২০০ গজের মধ্যে পাঁচজন বা তার অধিক মানুষের একত্রে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আর খুলনা জেলা পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান বলেন, কেন্দ্র ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় পরীক্ষা কেন্দ্রে ১০-১২ জন করে পুলিশ থাকবে। এর বাইরে আনসারসহ স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিরাও পাহারায় থাকবে। পরীক্ষার্থীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পুলিশ, র‌্যাব ও বিজিবি টহল দেবে। আর জেলা প্রশাসক মোস্তফা কামাল জানান, ম্যাজিস্ট্রেটসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তা বিধান করবেন। পরীক্ষার নির্বিঘ্ন পরিবেশের দাবিতে রাজশাহীতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা রাজশাহী শহরের সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে প্রতীক অনশন পালন করেন। সেখান থেকে পরীক্ষাকে অবরোধ-হরতাল থেকে মুক্ত রাখার দাবি জানানো হয়।